তারিখ ৪-৭-২০০০
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

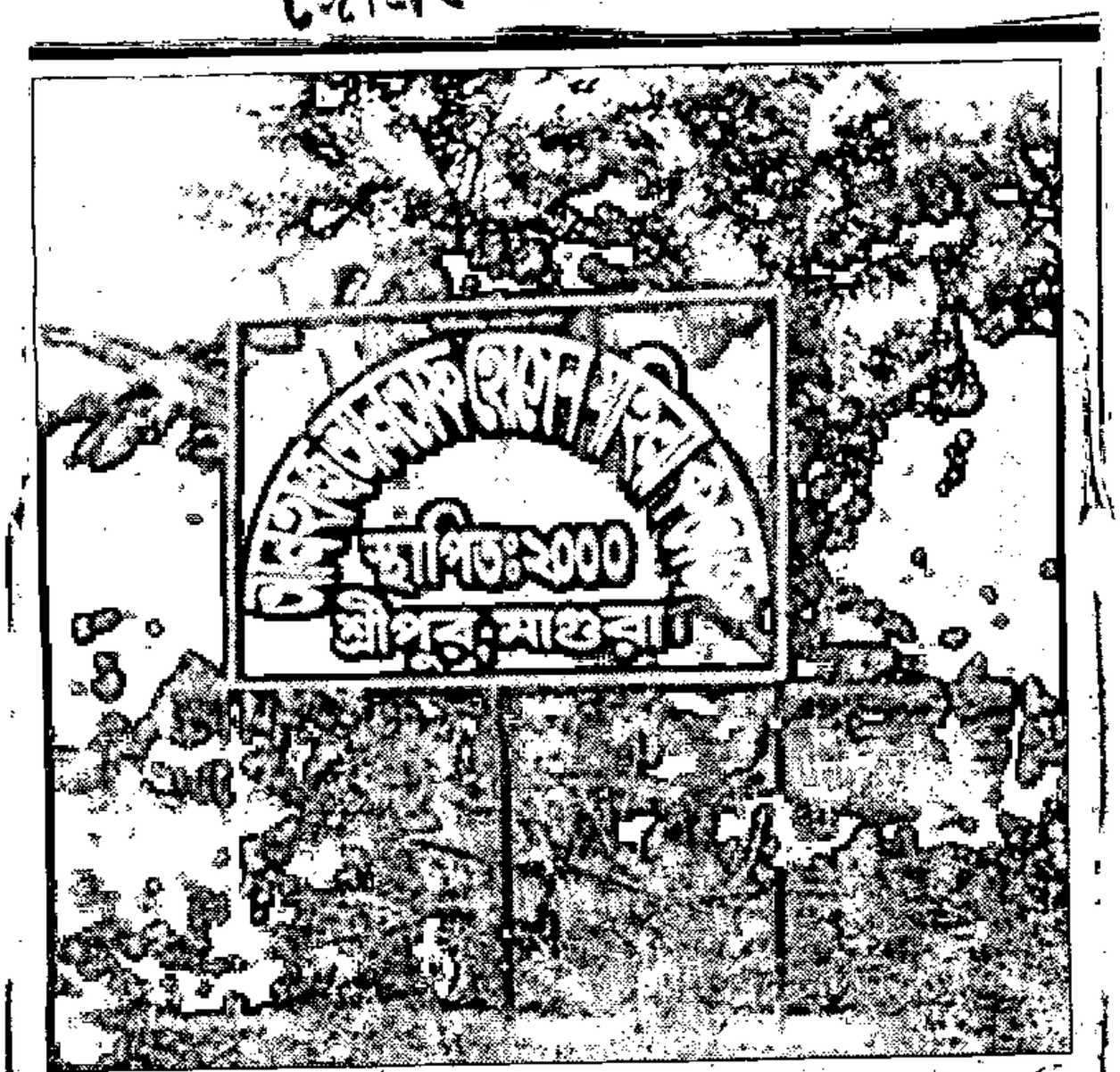

মাগুরা ঃ গজিয়ে ওঠার পথে একটি কলেজ। লটকানো হয়েছে সাইনবোর্ড। এরপর একদিন হয়ত এমপিওভুক্ত হয়ে যাবে। ছাত্রছাত্রী না থাকলেও হয়ে যাবে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা -ইনকিলাব

বেসরকারী স্কুল কলেজে শিক্ষক নিয়োগে ডোনেশন প্রথায় শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে

মাগুরা জেলা সংবাদদাতা ঃ বেসরকারী স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগে ডোনেশন প্রথা বর্তমানে ওপেনসিক্রেট ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ কারণে অযোগ্য, অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ায় শিক্ষার মান ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে। অপরদিকে যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন না।

বর্তমানে মাগুরা জেলার সর্বত্র স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগে ডোনেশন সর্বোচ্চ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আর এ ডোনেশনের ওপর নির্ভর করে নতুন নতুন স্কুল-কলেজ গজিয়ে উঠছে। ছাত্রছাত্রীর চরম সংকট মুহূর্তে যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে কলেজ। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজন নেই। যে কোনভাবে প্রয়োজন এমপিওভুক্ত হওয়া।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণের কোন নিয়ম নেই। অথচ শতকরা ৯৫% ভাগ স্কুল-কলেজে ডোনেশন প্রথা বৈধ বিষয়ে হয়ে পড়েছে। এ অর্থ লেনদেনের কোন প্রমাণ না থাকায় এবং সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ উত্থাপন না হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা অধিদফতর সব জেনেও না জানার ভান করে। বর্তমানে যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তাতে মেধাবী গরীব ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

বর্তমানে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেলেই টাকার ব্যাগ নিয়ে অধ্যক্ষ, পরিচালনা পরিষদের সভাপতি, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার বাড়ী-বাড়ী ধরনা দিয়ে ডোনেশনের অর্থের নিলাম ডাক উঠাচ্ছে। ডোনেশনের অর্থ কোন সময় প্রতিষ্ঠান প্রধান, কখনও পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, কখনও বা শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যয় করা হয়ে থাকে। এর কোনটি বৈধ না হলেও এক দশক ধরে চলে আসছে এ প্রথা।

বর্তমান বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগ বাবদ ১০ হতে ২৫ হাজার, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫০ হাজার থেকে ৮০ হাজার, কলেজে ১ লাখ হতে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ডোনেশনের নজির রয়েছে।

নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ডোনেশনের ওপর ভিত্তি করে সাইনবোর্ড লাগিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মার্কশীট দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সমস্যায় পড়েছে পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। নিয়মনীতির পরিপন্থী হলেও রাজনৈতিক কারণে এবং তদবিরে একটির পর একটি এমপিওভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশী হওয়ার মত অবস্থাও সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্রছাত্রী পাবার আশায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নকলের মত অপরাধের আশ্রয়ও গ্রহণ করছে। দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসছে নকলবাজ ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষার পরিবেশ করে তুলছে কলুষিত।

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ডোনেশন প্রথা রোধ এবং যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অনুমতি না দেয়া।

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ৪৪ হাজার ৪৫৪টি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর এরমধ্যে ২২ হাজার ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে এ সরকারের ক্ষমতায় আসার ৪ বছরের মধ্যে।